

পরিক্ষার্থী :- জাফর আহমাদ

উ: নং ১

নিম্নে উল্লেখিত ৩ ব্যক্তি সর্বপ্রথম জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

১. উলেমা ২. মুজাহিদ ৩. উদার দানশীল

জাহান্নামে প্রবেশের কারণ-

আলেম ব্যক্তি জ্ঞান অর্জন করবে লোকে যেন তাকে আলেম বলে সেই জন্যে। যাহা সে দুনিয়াতে পেয়ে যাবে।

মুজাহিদ ব্যক্তি সে জিহাদ করেছে যেন লোকে তাকে সাহসী বলে।

দানশীল ব্যক্তি দান করবে যেন লোকে তাকে উদার দানশীল বলে। মূলত তারা রিয়ার জন্য জাহান্নামে যাবে।

উ: নং ২

প্রত্যেক হৃদয়ের জন্মগত বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আল্লাহ প্রদত্ত ফিতরাতে ফিরে যাওয়া।

আল্লাহর ফিতরাত হচ্ছে সত্য প্রকাশ করা মিথ্যা ধ্বংস করা। যারা মিথ্যার আশ্রয় নেয় ফিতরাতির কারনে কিছুদিন পর মিথ্যা প্রকাশ পায় তখন সকলে মিথ্যাকে পরিত্যাগ করে। এভাবেই মিথ্যা ধ্বংস হয়।

উ: নং -৩

ইমাম আহমাদ শ্রমিকদের মধ্যদিয়ে রাস্তা হাটতেন। যেন কেহ তাকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য বিশেষ ভাবে চিহ্নিত না করতে পারে।

উ: নং ৪

মাসলামা গর্ত খোঁড়া সৈনিকের সাথে পরকালে মিলিত হওয়ার দোয়া করেছিলেন এইজন্য যে, সৈন্যটি রিয়া মুক্ত হয়ে গোপনে মুসলিম বাহিনীর জন্য যে কাজ করেছিলেন তাতে আল্লাহ খুশি হন। মাসলামাও চাইতেন যেন তিনি রিয়া মুক্ত হয়ে যান।

উ: নং ৫

আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক।

উ: নং ৬

আন্তরিকতা সততা সত্যনিষ্ঠতা ও এখলাস কে ইসলামী সামাজ্যের স্তম্ভ বলা হয়।

উ: নং ৭

যে তার আপন ভাইয়ের জন্য গর্ত খুঁড়ে আল্লাহ তাকে সেই গর্তে পতিত করেন। “কোরআনে আছে কুচক্র কুচক্রকারীকে গিরে ধরে”।

উ: নং ৮

আল্লাহকে সরণ করলে বিনিময়ে আল্লাহও সরণ করেন।

উ: নং ৯

সমাজের পরিবর্তনে মহাত্ম্যপূর্ণ তিন ব্যক্তি যথা:

১. আলেম (স্কলার) ২. উদার দানশীল ব্যক্তি ৩. মুজাহিদ

উ: নং ১০

কাফেরদের চক্রান্তের কারনে তাদের বাড়ি ঘরগুলো জনশূন্য করা হয়েছে, এতে, জ্ঞানীদের জন্য নিদর্শন রয়েছে।

উ: নং ১১

ফুল এবং ফলের সাথে তুলানা করা হয়েছে।

উ: নং ১২

যে ব্যক্তি পার্থিব জীবনে চাকচিক্য কামনা করে সে, দুনিয়াতে তার কর্মে ফল পায়। আখেরাতে তারজন্য জাহান্নামের আগুন ছাড়া কিছু থাকে না। আর যা কিছু উপার্যন করে তা বিনষ্ট হয়।

উ: নং ১৪

সালাফরা তাদের গোপন অবস্থাকে বাহ্যিক অবস্থা হতে উত্তম হওয়ার দোয়া করতেন এই কারনে যে, মানুষ তার অন্তরে যাহা লালন করে তা বাহিরেও প্রকাশ পায় এবং আল্লাহ বান্দার দিলের খবর রাখেন। বাহ্যিকভাবে বান্দা যাহা কওে তাহা লোকে দেখে, সমাজের ভয়ে হলেও বান্দা বাহ্যিক পাপ পরিত্যাগ করতে পারে। কিন্তু আল্লাহ ছাড়া অন্তরের খবর কেহ রাখেন না তাই অন্তর সুধরানো কঠিন কাজ। কারো অন্তর ঠিক হলে তার বাহ্যিক ঠিক করা সহজ।

তাই সালাফরা আল্লাহর নিকট দোয়া করতেন যেন, আল্লাহ তাদের গোপন অবস্থাকে বাহ্যিক অবস্থা চেয়ে উত্তম করে দেন।

উ: নং ১৩

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া চার মাজহাবের মতের বিরুদ্ধে একটি ফতোয়া দেন যে, তিন তালাক এক সাথে দিলে তা এক তালাক বলে গন্য হবে। তিন তালাক হিসাবে নয়। উনার এই মতের পক্ষে উনার ছাত্র ইমাম ইবনে কায়্যিম (রহ.) ও ছিলেন। তাই উনাদেও কে একটি উটের পিঠে চড়িয়ে সারা শহর ঘুরানো হয়েছিল। এবং নির্বোধ লোকেরা উনাদেও কে নিয়ে ঠাট্টা করেছিল। এবং বাচ্চাদেরকে উনাদের পিছনে লেলিয়ে দেওয়া হয়েছিল। বাচ্চারা উনাদের পিছন পিছন হাত তালি ও হাসি তামাসা করছিল। অবশেষে উনাকে কারারুদ্ধ করা হয়েছিল। তিনি তার ফতোয়া গ্রন্থে বলেন, আমি কিছু গরীব পরিবারকে সাহায্য করতাম কারারুদ্ধ হওয়ার কারনে তা বন্ধ হয়ে যায়। তাই আমি কষ্ট পেতাম। কিছুদিন পর তাদের

পরিবারের পক্ষ হতে আমার নিকট খবর আসল আমি নাকি সশরীতে এখনো তাদেরকে আগের মত সাহায্য করি। তখন বুঝলাম আল্লাহর এই দুনিয়া মুমিন জ্বিন ভাইয়েরা এবং ফেরেশতারা তাদের কে সাহায্য কওে এবং আল্লাহর বান্দাদেরকে কিয়ামত পর্যন্ত সাহায্য করবে। সত্য কাজের প্রতি অনুরাগী হয়ে উনি এই বাক্যটি বলেছিলেন যে, কি করবে আমার শত্রুরা, আমার জান্নাত আমার হৃদয়ে। যা আমাকে কখনো ছেড়ে যায় না। কারাগার হচ্ছে আমার আল্লাহর সাথে সান্নিধ্যের একান্ত সময়। মৃত্যু হচ্ছে আমার শাহাদাত। নির্বাসন হচ্ছে আমার পর্যটন। তাই তিনি সত্য প্রকাশে আমরণ সংগ্রাম করেছেন। উনী রেখেগেছেন অনেক কিতাব। উনী অবশেষে কারাগারে মৃত্যুবরন করেন। কারাগার হতে উনার অনেক মূল্যবান লেখা সংগ্রহ করা হয়। কারণ শেষের দিকে কারাগারে উনাকে কাগজ কলম দেওয়া হতনা তাই তিনি নুরী পাথর দিয়ে মেঝেতে কারাগারের দেয়ালে উম্মার জন্য লেখে গেছেন। যদিও জালেম শাসকরা উনার অনেক গ্রন্থ জালিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু আল্লাহ ওনার সত্য সংগ্রামের প্রতিফল পাঠিয়েছেন। যাহা আজও বিশ্ববাসী অবলোকন করছে।

দ্বিতীয়জন হলেন সাইয়েদ কুতুব।

উনাকে কারাগারে জালেম শাসক সত্য হতে দূরে সরানোর জন্য মন্ত্রীর পোস্ট ও অনেক সাম্মানী পোস্ট অফার করেছিলেন। কিন্তু উনি তা গ্রহণ করেন নাই। উনী কারাগারে অসুস্থতার কারনে হাসপতালে থাকতে হত। অনেক সময় কোন ইসলামী ব্যক্তিত্ব উনার সাথে দেখা করতে গেলে দুই ঘন্টা যাবৎ উনাকে গরম পানি দিয়ে গোসল করতে হত। তবে উনি জালেমদের সাথে আপোস করেন নাই। বরং উনি সেই সংগ্রামী বাক্যটিই

ব্যবহার করেছেন যে আগুলী সালাতে আল্লাহর একত্ববাদ ঘোষনার জন্য উঠানো হয় তাহা জালেমের একটি কথাও লেখার কাজে ব্যবহৃত হোওক তা আমি পছন্দ করিনা। অবশেষে উনাকে ফাসিতে ঝুলানো হয়। আর শুরু হয় জালেমদের তামাশা। তারই অংশ হিসেবে উনার নিকট কারাগারে এক ইমাম পাঠানো হয় উনাকে কালিমা পাঠ করানোর জন্য তখন সরকারী ইমামকে বলেন অবশেষে তুমিও জালেমদের মত তাওহিদের কালেমার বিনিময়ে রুজি রুটি ইনকাম কর আম আমি এই কালোমর জন্য ফাসিতে ঝুলছি। বিস্ময়কর ব্যপার হল, উনার ফাসির পূর্বে ফি-জিলালির কোরআন একবার ছাপানো হয়। কিন্তু উনার ফাসির বছর ৭বার ছাপানো হয়।